গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, সিলেট
(রাজস্ব শাখা)
www.sylhet.gov.bd

পাথরমহাল ইজারা প্রদানের দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্ব সাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগের ব্যবস্থাপনাধীন সিলেট জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলাধীন "রতনপুর" পাথর কোয়ারী ০২(দুই) বছর সময়ের জন্য ইজারা প্রদানে সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত ০৩জুন'২০১২ খ্রিঃ তারিখের গেজেট (বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, ০৩জুন'২০১২ খ্রিঃ তারিখের প্রজ্ঞাপণ) এর আলোকে পাথর কোয়ারী ইজারা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও যোগ্য আগ্রহী ব্যক্তি/ প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত তারিখে প্রতি দরপত্রের জন্য ১,০০০/- (এক হাজার) টাকা (অফেরতযোগ্য) ১/৪২৪১/০০০০/২৬৮১ নং কোডে জমা প্রদান করে চালানের মূল কপি দাখিল সাপেক্ষে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়(রাজস্ব শাখা), সিলেট হতে দরখাস্ত ফরম সংগ্রহ করা যাবে। অন্যথায় দরপত্র সিডিউল সরবরাহ করা যাবে না। দরপত্র দাতাকে সিডিউল ক্রয়ের রশিদ অবশ্যই দরপত্রের সাথে সংযুক্ত পূর্বক জমা দিতে হবে।

ক) দরপত্র নির্ধারিত ফরমে সীলমোহরকৃত খামে বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট এবং জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা, সিলেট এ রক্ষিত দরপত্র বাক্সে ধার্য্য তারিখ মোতাবেক সকাল ০৯.০০ ঘটিকা হইতে দুপুর ০২.০০ ঘটিকা পর্যন্ত জমা প্রদান করা যাবে।

খ) নির্দিষ্ট তারিখে দিনপঞ্জি অনুযায়ী বেলা ০২.০০ ঘটিকায় উপস্থিত দরপত্র দাতাদের সম্মুখে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র সমুহ খোলা হবে এবং পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

গ) ইজারা গ্রহীতাকে নীতিমালা অনুযায়ী ইজারা মূল্য পরিশোধ করতঃ ইজারা মূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট ও ৫% আয়কর এবং সরকারের আরোপিত অন্যান্য কর (যদি থাকে) পরিশোধ করতে হবে।

ঘ) দরপত্র দাখিলের সময় দরপত্রের সঙ্গে ০৩ (তিন) কপি পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি, সংশ্লিষ্ট ইউপি অথবা সিটি করপোরেশন বা পৌর মেয়র কর্তৃক স্থায়ী বাসিন্দার সনদপত্র / ন্যাশনাল আইডি কার্ড, হালনাগাদ ব্যাংক স্বচ্ছলতার সনদপত্র, ট্রেড লাইসেন্স, হাল সনের আয়কর সনদপত্র এবং প্রদত্ত দরের ২৫% জামানত বাবদ "জেলা প্রশাসক, সিলেট" এর অনুকূলে যে কোন সিডিউল ব্যাংক হতে পে-অর্ডার / ব্যাংক ড্রাফট অবশ্যই দাখিল করতে হবে।

ঙ) দরপত্রে/আবেদনে পরিবহণের ব্যবস্থা উল্লেখ করতে হবে।

চ) দরপত্র গ্রহণের দিন কোন দরপত্র বিক্রয় করা হবে না এবং একদফার জন্য বিক্রয়কৃত দরপত্র অন্যদফায় দরপত্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবেনা। কর্তৃপক্ষ যেকোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

দরপত্র ফরম বিক্রয়ের তারিখ ও সময়	দরপত্র ফরম দাখিলের তারিখ ও সময়	দরপত্র খোলার স্থান, তারিখ ও সময়	দরপত্র প্রাপ্তির স্থান/দাখিলের স্থান	মন্তব্য
৩১-০৩-২০১৬খ্রিঃ বৃহঃবার অফিস চলাকালীন সময়ে	০৩-০৪-২০১৬খ্রিঃ রবিবার বিকাল ২:০০ ঘটিকা পর্যন্ত	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (রাজস্ব শাখা), সিলেট ০৪-০৪-২০১৬খ্রিঃ সোমবার, বিকাল ২:০০ঘটিকা	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় (রাজস্ব) শাখা, সিলেট	--

পাথরমহাল সমুহের তথ্যাদি, দরপত্র ফরম ও দরপত্রের বিস্তারিত শর্তাবলী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের এসএ শাখা, সিলেট এবং জেলার সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় হতে উপরে বর্ণিত তারিখ ও সময় অনুযায়ী সংগ্রহ করা যাবে। পাথরমহাল দরপত্র বিজ্ঞপ্তি **www.sylhet.gov.bd** ওয়েব সাইটেও পাওয়া যাবে।

অন্যান্য শর্তাবলী

১. দরপত্র সীলমোহরকৃত খামে দাখিল করতে হবে। খামের উপরে পাথরমহালের নাম স্পষ্টভাবে লিখতে হবে।

২. দরপত্র দাতা কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নিকট পূর্বের কোন সময়ের ইজারা মূল্য বকেয়া থাকলে অথবা রাজস্ব সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা থাকলে দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।

৩. দরপত্রের নির্দিষ্ট স্থানে দরপত্র দাতার স্বাক্ষর থাকতে হবে। উদ্বৃত দর অংকে ও কথায় লিখতে হবে। দরপত্র ফরমে কোন কাটা ছিড়া অথবা ঘষামাজা কিংবা ফ্লুইড ব্যবহার করা যাবে না। অসম্পূর্ণ ত্রুটিপূর্ণ দরখাস্ত সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৪. সর্বোচ্চ দরদাতা একাধিক হলে লটারীর মাধ্যমে তাদের মধ্য হতে একজনকে নির্বাচিত করে পাথরমহাল ইজারা বন্দোবস্ত প্রদানের সুপারিশ করা হবে।

৫. পাথরমহাল যেখানে যে অবস্থায় আছে সে অবস্থায় ইজারা প্রদান করা হবে। ইজারা গ্রহীতাকে দরপত্র দাখিলের পূর্বেই সরেজমিন পরিদর্শন করে মহালের প্রকৃত অবস্থা সঠিকভাবে জেনে দরপত্র দাখিল করতে হবে। পরবর্তীতে কোন ওজর আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবেনা।

৬. খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন প্রাপ্তির ৫(পাঁচ) কার্যদিবসের মধ্যে সর্বোচ্চ দরদাতাকে সম্পূর্ণ ইজারামূল্য পরিশোধের জন্য ১৫(পনের) দিনের মধ্যে ব্যুরোর নির্দিষ্ট কোডে জমা দেওয়ার জন্য পত্র প্রেরণ করিবে। মহালের দখল বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত পাথরমহাল থেকে পাথর উত্তোলন করা যাবেনা।

৭. ইজারা গ্রহীতা কোন অবস্থাতেই মহালের কোন অংশ বা অংশ বিশেষ কারো নিকট সাব-লীজ প্রদান করতে পারবেনা। উক্ত শর্ত বরখেলাপ করলে সরাসরি ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং ইজারা মূল্য সরকার বরাবরে বাজেয়াপ্ত হবে ও মহালটি পুনরায় ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৮. গ্যাস লাইন, ওয়াসা লাইন, টিএন্ডটি লাইন, বিদ্যুৎ লাইন ক্ষতিগ্রস্থ হলে ইজারা গ্রহীতা নিজ দায়িত্বে তা মেরামত করতে বাধ্য থাকবেন। তাছাড়া ব্রীজ, কালভার্ট, রাস্তাঘাট, ফেরিঘাট, হাটবাজার, চা-বাগান, নদীর বাঁধ, সড়ক, মহাসড়ক ও অন্যান্য

পাতা-২ দ্রষ্টব্য।

গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনার সন্নিকটবর্তী স্থান এবং পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট (যেমন পাহাড় ধ্বস, ভূমি ধ্বস অথবা নদী বা খালের পানির স্রোতের গতিপথ পরিবর্তন ইত্যাদি) হয় এমন কোন স্থান থেকে পাথর উত্তোলন করা যাবে না। পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের বা নদীর বাঁধের/পাড়ের/আবাসিক এলাকার কোন ক্ষতি সাধন করা যাবে না। জীববৈচিত্র সংরক্ষণ ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে হবে। পাথর উত্তোলনের সময় সরকারী, আধাসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত ও ব্যক্তি মালিকানাধীন কোন প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা বা অবকাঠামোর ক্ষতি করা যাইবে না।

৯. পাথর উত্তোলনে বোমা মেশিন, এক্সেভেটর, পাম্প বা ড্রেজিং বা অন্য কোন মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পাথর উত্তোলন করা যাবে না। উত্তোলনকৃত পাথর কোন অবস্থাতেই নদীর তীর বা নদীতে ফেলা যাবে না। ইজারাদার কর্তৃক পাথরমহালের আয়তন হ্রাস বৃদ্ধি বা ক্ষতিসাধন বা জমির শ্রেণী পরিবর্তন করা যাবে না। নৌপথের অবকাঠামোগত পরিবর্তন করা যাবেনা। পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করা যাবেনা।

১০. পাথরমহাল থেকে পাথর ব্যতিত কোন মাটি বা খনিজ পদার্থ উত্তোলন করা যাবেনা।

১১. বিদ্যমান সরকারী বিধি বিধান এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত যাবতীয় বিধিবিধান অনুসরণ করতে হবে।

১২. পাথরমহালের ইজারা ১৪২৩ বাংলা সনের দখল প্রদানের তারিখ থেকে ১৪২৪ বাংলা সনের ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। ৩০ চৈত্রের পর মহালে ইজারা গ্রহীতার কোন স্বত্ব স্বার্থ থাকবে না এবং কোন প্রকার ওজর আপত্তি করা যাবে না, স্বয়ংক্রিয় ভাবে ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং দখল সরকারের অনুকূলে বর্তাবে।

১৩. যেসকল পাথরমহালের উপর মন্ত্রণালয়/উচ্চ আদালত/ দেওয়ানী আদালত বা অন্য কোন আদালত কর্তৃক স্থগিতাদেশ/ স্থিতাবস্থার আদেশ / নিষেধাজ্ঞার আদেশ রয়েছে সে সকল পাথরমহালের ইজারা স্থগিতাদেশ / স্থিতাবস্থার আদেশ / নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রত্যাহারের পর বিধি মোতাবেক পরবর্তী ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। এতদ্ব্যতীত কোন পাথরমহালের কোন দাগের উপর কিংবা মহালের উপর বিজ্ঞ আদালতের স্থগিতাদেশ / স্থিতাবস্থার আদেশ / নিষেধাজ্ঞার আদেশ থাকলে তা উল্লেখ না হলেও ইজারা বহির্ভূত বলে গণ্য হবে।

১৪. পাথরমহাল ইজারা মেয়াদ চলাকালীন আদালতের স্থগিতাদেশ / স্থিতাবস্থা / নিষেধাজ্ঞা বলবতের কারণে ইজারা গ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্থ হলে তার জন্য কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দাবী করা যাবে না।

১৫. ইজারা অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জামানতের অর্থ সরকার অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে।

১৬. পাথরমহাল ইজারা সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য অত্র কার্যালয়ের রাজস্ব শাখা /সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয় / খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো হতে প্রত্যহ অফিস চলাকালীন সময়ে জানা যাবে।

১৭. যেকোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের বিষয়ে দরপত্র কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে। কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে বাস্তবতার আলোকে পাথরমহালের তপশীল হ্রাস / বৃদ্ধি করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই যেকোন সময় যেকোন পর্যায়ে দরখাস্ত আহ্বানকারী এ বিজ্ঞপ্তি পরিবর্তন / পরিবর্ধন / স্থগিত / বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন।

১৮. উপরোক্ত শর্তাবলীর যেকোন এক বা একাধিক শর্তের ব্যত্যয় ঘটলে ইজারা বাতিল / ক্ষতিপূরণ আদায় সহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৯. ইজারা গ্রহীতার জামানত বাবদ দাখিলকৃত ২৫% অর্থের ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার একার্যালয়ে রক্ষিত থাকবে এবং ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর তা ফেরত দেয়া হবে। তবে ইজারা গ্রহীতা ইজারার কোন শর্ত ভঙ্গ করলে খনি ও খনিজ সম্পদ বিধিমালা'২০১২ এর ৭৮(২)(ছ) (জ) নং আইন অনুযায়ী ইজারা বাতিলক্রমে উক্ত জামানত সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২০. লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা লাইসেন্স বা ইজারার অধীন কার্যাবলী সম্পাদনকালে ক্ষমতা প্রয়োগের সময় তাহার দ্বারা সৃষ্ট সকল ক্ষয়ক্ষতি বা ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য থাকিবেন, যদি উক্তরূপ ক্ষয়ক্ষতি বা সৃষ্ট ব্যাঘাতজনিত ক্ষতি সংশ্লিষ্ট জমির উপরিভাগ ব্যবহারের জন্য প্রাপ্ত অনুমতির দ্বারা পূরণ না হয় এবং সেইক্ষেত্রে অনুরূপ ক্ষয়ক্ষতি ও ব্যাঘাত সৃষ্টির জন্য তৃতীয় পক্ষ কর্তৃক দাবীকৃত সকল ক্ষতিপূরণ প্রদানে সরকার দায়মুক্ত থাকিবে।

২১. পরিবেশের কোন ক্ষতির জন্য লাইসেন্সগ্রহীতা পরিবেশ সংরক্ষণ আইন'১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১নং আইন) এর অধীন নিরূপিত যুক্তিসংগত ক্ষতিপূরণ সরকারের নিকট প্রদানের জন্য দায়ী থাকিবেন।

২২. লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা পরিচালকের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে কোন সরকারী ভূমিতে অবস্থিত কোন গাছ বা পাহাড় কাটিতে পারিবেননা।

২৩. লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতা বিমান বন্দর, রেডিও এবং টিভি স্টেশন হতে ২০০ (দুইশত) মিটার, রেল লাইন, সেতু (দৈর্ঘ্য ৩০ মিটারের অধিক) শিল্প স্থাপনা, বাঁধ এবং ব্যারেজ হতে ১৫০(একশত পঞ্চাশ) মিটার, জনপথ, ভবন, বাজার, শিক্ষা স্থাপনা এবং কবরস্থান হতে ৫০(পঞ্চাশ) মিটার এবং বৈদ্যুতিক থাম/টাওয়ার, সেতু(দৈর্ঘ্য ৩০ মিটার পর্যন্ত) গ্যাস লাইন(উচ্চ চাপ) হতে ২৫(পঁচিশ) মিটার দূরত্বের মধ্যে কোন কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন না।

২৪. সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর বা বালু মিশ্রিত পাথর কোয়ারী ইজারা নবায়ন করা যাইবেনা।

২৫. সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর এবং বালু মিশ্রিত পাথরের কোয়ারীর ইজারা গ্রহীতাগণ বিধি ৭৮ এ বর্ণিত সময়ের মধ্যে কোয়ারীর ইজারার অর্থ পরিশোধ করিবেন এবং এই জাতীয় ইজারামূল্য পরিশোধ প্রদর্শনপূর্বক যথাযথ যাচাইকৃত মূল ট্রেজারী চালানের কপি জমা দিবেন।

২৬. আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় বাজারমূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া সরকার বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর ও বিএমডি এর সহিত পরামর্শক্রমে সময় সময় গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১১তম তফশিলে বর্ণিত রয়্যালিটির হার সংশোধন বা পূণঃনির্ধারণ করিবার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

২৭. পরিবেশগত, স্থানীয় জনগণের স্বার্থহানী, আইন ও বিধিমালার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে পরিচালক লাইসেন্স বা ইজারার কার্যক্রমে তাৎক্ষণিক স্থগিতাদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

পাতা-৩ দ্রষ্টব্য।

২৮. পরিচালক এই বিধিমালার বিধান লঙ্ঘনের কারণে লাইসেন্সগ্রহীতা বা ইজারাগ্রহীতার নিকট নির্ধারিত হারে জরিমানা আরোপ ও আদায় করিতে পারিবেন।

২৯. সাধারণ পাথর উত্তোলনের বিষয়ে খনি ও খনিজ সম্পদ আইন,১৯৯২ ও বিধিমালা,২০১২ সহ সরকার কর্তৃক সকল নির্দেশনা, বিধিবিধান মেনে চলতে হবে। বর্ণিত কোন শর্ত ভঙ্গ করলে পরিচালক তাৎক্ষনিকভাবে পাথর উত্তোলন বন্ধ করতে পারবেন এবং জামানত বাজেয়াপ্ত সহ ইজারা বাতিল করতে পারবেন।

১৪২৩-১৪২৪ বাংলা সনে ইজারাযোগ্য পাথরমহালের তালিকা ঃ

ক্রঃ নং	উপজেলার নাম	পাথরমহালের নাম	মৌজা	আয়তন	সরকারী মূল্য ০২(দুই বৎসরের জন্য)	মন্তব্য
০১	কোম্পানীগঞ্জ	রতনপুর	রতনপুর	২.০২ হেক্টর	১,০১,৪৬৬/-	----

১৪.৩.১৬

(মোঃ জয়নাল আবেদীন)
জেলা প্রশাসক
ও
সভাপতি
কোয়ারী ইজারা প্রদানে সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত জেলা কমিটি
সিলেট।
ফোন-০৮২১-৭১৬১০০(অঃ)

স্মারক নং-০৫.৪৬.৯১০০.০০৮.৫৩.০০৮.১৫-৬৯৮(২৭), তারিখঃ ১৪ মার্চ,২০১৬ খ্রিঃ

অনুলিপি ঃ সদয় অবগতির জন্য / বহুল প্রচারের জন্য প্রেরণ করা হলো।

০১-০৬। মাননীয় সংসদ সদস্য, সিলেট.....।
০৭। সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৮। সচিব, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, বিদ্যুৎ,জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৯। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ, ১৪১-১৪৩, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
১০। কমিশনার, সিলেট বিভাগ, সিলেট।
১১। পুলিশ সুপার, সিলেট।
১২। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর একান্ত সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।
১৩। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। মাননীয় মন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য।
১৪। পরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো, ১৫৩ পাইওনিয়ার রোড, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৫। পরিচালক, ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৬। পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিলেট।
১৭। নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর/পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট।
১৮। আঞ্চলিক পরিচালক,বাংলাদেশ বেতার,সিলেট।তাঁকে বেতার মারফত বিজ্ঞপ্তিটি বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।
১৯। উপ-পরিচালক, জেলা তথ্য অফিস, সিলেট। তাঁকে বিজ্ঞপ্তিটি মাইকযোগে বহুল প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হ'ল
২০। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ...(সকল), সিলেট। তাঁর কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে তাৎক্ষনিকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।
২১। সহকারী কমিশনার (ভূমি), ...(সকল), সিলেট। সংযুক্ত বিজ্ঞপ্তিটি তাঁর কার্যালয়ের নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে তাৎক্ষনিকভাবে প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হ'ল।
২২। চেয়ারম্যান.....(সকল), ইউপি, সিলেট।
২৩। সম্পাদক, দৈনিক.....এ সাথে প্রেরিত বিজ্ঞপ্তি আপনার দৈনিক পত্রিকায় ভেতরের পাতায় সীমিত পরিসরে(Single Space) কেবলমাত্র ০১ (এক) দিনের জন্য জরুরী ভিত্তিতে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হ'ল।
২৪। জেলা কমান্ডার, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সিলেট জেলা কমান্ড।
২৫। জনাব.....
.....।
২৬। গোপনীয় সহকারী, জেলা প্রশাসক, সিলেট। জেলা প্রশাসক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য।
২৭। অফিস নথি।

১৪.০৬.১৬

(এ.এস.এম ফেরদৌস)
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)
ও
সদস্য সচিব
কোয়ারী ইজারা প্রদানে সরকারের অনুমোদন জ্ঞাপনের নিমিত্ত সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে গঠিত জেলা কমিটি।
ফোন-০৮২১-৭১৬৩৬৭(অঃ)